দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 20 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

337

বাংলা ভাষার সাধু ও চলতিরূপ প্রসঙ্গে

সকলেই জানেন, বাংলা লেখ্য ভাষার দুইটি রূপ আছে–সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা। সুদূর অতীতে এবং নিকট অতীতে সাধারণতঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহাই সাধু ভাষা। মূল কথা এই লেখ্য ভাষার মার্জিত রূপই সাধু ভাষা। যেমনঃ (সাধু) 'তাহারা কলিকাতার একটি নূতন পাঁচতারা হোটেলে থাকিবেন।' সাধু ভাষা একটু বেশী রক্ষণশীল হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে ভাষার এই রূপই ছিল সাহিত্যের একমাত্র মাধ্যম। উল্লেখ্য, সাধু ভাষার তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ শব্দ বেশী ব্যবহার করা হয়।

ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বাংলার মৌখিক ভাষারও স্থান-কাল-পাত্রভেদে নানারূপ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ এলাকা তথা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা সমগ্র বাংলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন দেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকেই স্বীকৃত কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা বলা হয়। যেমনঃ (চলিত) 'তারা কলকাতার ১টা নূতন পাঁচতারা হোটেলে থাকবেন।'

অতিসম্প্রতি একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে একটি সাধু ভাষার এবং একটি চলিত ভাষার নিবন্ধে উক্ত সাধু ও চলতিরূপের সংমিশ্রণ দেখিলাম। যাহা অবশ্য দূষণীয়। সাধু ভাষার নিবন্ধে চলিতরূপের যে শব্দগুলি এবং বানান ভুল দেখিলাম সেইগুলি হইলঃ মতো, ছোটো ছোটো, বলার, আরো, সাথে সাথে ও বড়ো। অপরদিকে, চলিত ভাষার নিবন্ধে যেগুলি সাধু রূপের শব্দ এবং বানান ভুল হইলঃ দেওয়া, থাকলো, প্রথমতঃ দ্বিতীয়তঃ তৃতীয়তঃ ও চতুর্থতঃ আলোচ্য শব্দগুলির রূপ হইবে যথাক্রমে মত, ছোট ছোট, বলিবার (চলিতরূপ হইবে বলবার), আরও (আরো শব্দটি বানান ভুল), সঙ্গে সঙ্গে। বড়ো বড় এর বানান ভেদ। তবে বড়ো সাধুরূপ সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না।

'দেওয়া' শব্দটি সাধুরূপ। চলিত হইলে 'দেয়া'ই হইবে শুদ্ধ প্রয়োগ। 'থাকলো' শব্দটি 'থাকল' হইবে। এখানে 'ল'য়ে ও-কার (ো) অপ্রয়োজনীয়। কারণ, ক্রিয়া পদের অন্তে সাধারণতঃ ও-কার হয় না। উল্লেখ্য, ক্রিয়া পদের অতীত রূপে কখনও 'ও-কার' (ো) হইবে না। চলিতরূপে শব্দের অন্তে বিসর্গ (ঃ) বর্জনীয়। সুতরাং আলোচ্য লেখায় প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত ও চতুর্থত হইবে। বর্তমানে অনেক লেখায় 'কীভাবে' ও 'কী' এর ব্যবহার যথার্থ দেখা যায়। সেজন্য লেখকদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইদানীং পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন লেখায় 'করার' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাইতেছে। 'করার' শব্দটি আভিধানিক নয়। ঐ শব্দটির সাধুরূপ 'করিবার' এবং চলিত রূপ 'করবার' (কর ধাতুর রূপ দ্রষ্টব্য)। অনুরূপ 'থাকার', 'রাখার', 'ধরার' 'হওয়ার'' ইত্যাদি হইবে না। শব্দ কয়েকটি সাধুরূপে 'থাকিবার' 'রাখিবার', 'ধরিবার' ও 'হইবার' এবং চলিতরূপে 'থাকবার', 'রাখবার' 'ধরবার' ও 'হবার' হইবে। উল্লেখ্য, অনেকে 'নিয়া' শব্দটি সাধু ও চলিতরূপে লিখিয়া থাকেন। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে সাধুরূপে 'লইয়া' এবং চলিতরূপে 'নিয়ে' হইবে।

এ জেড এম কামাল উদ্দিন,
ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ),
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ),
ডেমরা, ঢাকা